বুলুগুল মারাম

হাদিস নাম্বারঃ ৭৪২

পর্ব - ৬ঃ হাজ্জ (হজ্জ/হজ) প্রসঙ্গ (كتاب الحج)

পরিচ্ছেদঃ ৫. হাজের বিবরণ ও মক্কায় প্রবেশ - নাবী (ﷺ) এর হজ্বের বর্ণনা

আরবী

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ حَجَّ, فَخَرَجْنَا مَعَهُ, حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ, فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ, فَقَالَ: «اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ, وَأَحْرِمِي

وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي الْمَسْجِدِ, ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ, لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ, إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ, لَا شَرِيكَ لَكَ

حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ, فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا, ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى, ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ

ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا, فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) [البقرة: 158] «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» فَرَقِيَ الصَّفَا, حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ, فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ, وَلَهُ الْحَمْدُ, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ [وَحْدَهُ] أَنْجَزَ وَعْدَهُ, وَنَصَرَ عَبْدَهُ, وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ». ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ, حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي [سَعَى] حَتَّى إِذَا صَعَدَتَا مَشَى إِلَى الْمَرْوَةِ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ, كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ:

فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى, وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ, وَالْعَصْرَ, وَالْمَغْرِبَ, وَالْعِشَاءَ, وَالْفَجْرَ, ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ، فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ, فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا

حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ, فَرُحِلَتْ لَهُ, فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي, فَخَطَبَ النَّاسَ

ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ, فَصَلَّى الظُّهْرَ, ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ, وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا
ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ, وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ, فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ, وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا, حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ, وَدَفَعَ, وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ, وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ, السَّكِينَةَ, السَّكِينَةَ» , كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ
حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ, فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ, بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ, وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا, ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ, فَصَلَّى الْفَجْرَ, حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ
ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ, فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ, فَدَعَاهُ, وَكَبَّرَهُ, وَهَلَّلَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا
فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ, حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرَ فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى, حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ, فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ, يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا, مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ, رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ, فَنَحَرَ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ, فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا

صحيح. رواه مسلم (1218) ولشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني ـ حفظه الله ـ كتاب: «حجة النبي صلى الله عليه وسلم» ساق فيها حديث جابر هذا وزياداته من كتب السنة ونسقها أحسن تنسيق، والكتاب مطبوع عدة طبعات

বাংলা

৭৪২. জাবির বিন 'আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজ্জ (যাত্রা) করেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে হাজ্জ ব্রত পালনে বের হই। তারপর আমরা 'যুলহুলাইফাহ' নামক স্থানে এলাম। এখানে আসার পর আসমা বিনতু উমাইস (আবূ বকর (রাঃ)-এর স্ত্রী) সন্তান প্রসব করলেন। ফলে নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন-গোসল কর, কাপড়কে লেঙ্গুটার মত পরিধান কর আর হাজের ইহরাম বাঁধো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে সালাত সমাধান করে তাঁর কাসওয়া নাম্নী উটনীতে আরোহণ করলেন। উটটি যখন তাঁকে নিয়ে 'বাইদাহ' বরাবর পৌঁছল তখন তিনি তাওহীদ বাণী ঘোষণা (তালবিয়াহ পাঠ) করতে লাগলেনঃ উচ্চারণ: লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা, ওয়ান নি'মাতা, লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাকা। অর্থ: আমি তোমার খেদমতে হাজির হয়েছি, ইয়া আল্লাহ, আমি তোমার খেদমতে হাযির হয়েছি। আমি তোমার খিদমাতে হাযির হয়েছি, তোমার কোন শরীক নেই। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা, নেয়ামত ও রাজত্ব তোমারই। তোমার কোন শরীক নেই।

এভাবেই আমরা চলতে চলতে বায়তুল্লায় পৌছে গেলাম, তিনি হাজারে আসওয়াদে চুম্বন দিলেন, তারপর তিনবার রামল করলেন এবং চার বার সাধারণ গতিতে চললেন। তারপর মাকামে ইবরাহীমের নিকট এসে সালাত আদায় করলেন। পুনরায় রুকনে (হাজারে আসওয়াদে) ফিরে গিয়ে তাতে চুম্বন করলেন। তারপর দরজা দিয়ে বের হয়ে 'সাফা' পাহাড়ের দিকে বের হলেন। তারপর সাফার কাছাকাছি পৌছে পাঠ করলেন: 'নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম। তারপর বললেন- আল্লাহ যেখান থেকে প্রথমে শুরু করেছেন। আমিও সেখান থেকেই শুরু করছি। এ বলে তিনি সাফা পাহাড়ে উঠলেন যেখান থেকে তিনি বায়তুল্লাহ দেখতে পেলেন- কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর তাওহীদের ঘোষণা দিলেন ও তাকবীর পাঠ করলেন অতঃপর বললেনঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু। লাহুল মুলুকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, আনযাযা ওয়া'দাহূ, ওয়া নাসারা 'আবদাহূ, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু।

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁর এবং প্রশংসা তার, তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন, তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেন। তিনি একাই ষড়যন্ত্রকারীদের পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি তার মধ্যে প্রার্থনা বা দু'আ করলেন তিনবার। তারপর তিনি সাফা পাহাড় থেকে 'মারওয়া' পাহাড়ের উদ্দেশ্যে নামলেন এবং যখন বাতনে ওয়াদিতে (দুই সবুজ বাতির মধ্যবর্তী স্থান) গিয়ে পা দু'টি রাখলেন তখন তিনি মৃদু দৌড়ালেন। উপরে উঠে যাওয়ার পর মারওয়া পর্যন্ত সাধারণভাবে চললেন। এবং সাফার ন্যায়ই সবকিছু 'মারওয়াতে'ও করলেন।

এখানে জাবির (রাঃ) পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে এরূপও আছে, যখন তারবিয়া দিবস (৮ই যিলহিজ্জা) আসলো, তিনি সওয়ারীতে চড়ে 'মিনা' অভিমুখী হলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে যুহর, 'আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর অল্প কিছুকাল অবস্থান করলেন যতক্ষণে সূর্যোদয় হল। তারপর (মুযদালিফাহ) অতিক্রম করে আরাফাহ পর্যন্ত আসলেন। দেখলেন তাঁর জন্য পূর্ব থেকেই নামিরাহ[1] (বর্তমান মসজিদে নামিরাহ) নামক স্থানে একটি তাঁবু পেলেন। তিনি তাতে স্থান নিলেন। তারপর যখন সূর্য ঢলে পড়ল, তার কাসওয়া নাম্নী উটনীকে তৈরি করার আদেশ করলেন, তার উপর পালান বসান হল তারপর তিনি বাতুনে ওয়াদী-তে পৌছে গেলেন। এখানে জনগণের উদ্দেশ্যে খুতবাহ প্রদান করলেন। তারপর

আযান ও ইকামাত দেয়ালেন ও যুহরের সালাত আদায় করলেন। তারপর সেখানেই আসরের সময় হলে আসরের আযান, ইকামাত দেয়ালেন ও আসরের সালাত আদায় করলেন। এ দুই সালাতের মধ্যে আর কোন সালাত আদায় করেননি, তারপর সওয়ার হয়ে মাওকেফে (অবস্থানক্ষেত্রে) এলেন তাঁর উটনী কাসওয়ার পেট সাখরাতের দিকে এবং পথিকের চলার পথকে তাঁর সম্মুখে রেখে কিবলামুখী হয়ে সূর্যস্ত পর্যন্ত অবস্থান করলেন। হলুদ রং কিছু কেটে গেল, সূর্যের গোলাই ভালভাবে ডুবে গেল, (তখন) তিনি এমন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলেন যে, কাসওয়ার লাগাম এমনভাবে টেনে ধরা হয়েছিল যে, তার মাথা নবীর পালানের 'মাওরিকে এসে ঠেকে যাচ্ছিল। এবং তিনি ডান হাতে ইশারা করে ঘোষণা করছিলেন-হে জনগণ! ধীর ও শান্ত থাকুন। যখনই কোন পাহাড়ের কাছাকাছি এসে যাচ্ছিলেন

কাসওয়ার লাগাম কিছুটা ঢিল দিচ্ছিলেন, যেন সে উপরে উঠতে পারে। অবশেষে মুযদালিফাহ এসে পৌছলেন এবং সেখানে একটি আযান ও দু'টি ইকামাতে মাগরিব ও ইশা উভয় সালাত সম্পদান করলেন। এ দুই সালাতের মধ্যবতী সময়ে অন্য কোন নফল সালাত আদায় করেননি। তারপর ফাজার উদিত হওয়া পর্যন্ত শুয়ে থাকলেন। তারপর ফাজর সুস্পষ্ট (সুবহি সাদিক) হয়ে গেলে আযান ও ইকামাত দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তার পর সওয়ার হয়ে মাশ'আরুল হারাম পর্যন্ত এলেন। তারপর কিবলামুখী হয়ে দু'আ করলেন, তাকবীর ও তাহলীল ঘোষণাসহ-আকাশ বেশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। তারপর সূর্যোদয়ের পূর্বেই বাতুনে মুহাসসিরে আসলেন। এখানে সওয়ারীকে একটু জোরে চালালেন। তারপর মাঝামাঝি পথটি ধরে চললেন যেটি জামরাতুল কুবরা বরাবর বেরিয়ে গেছে। তারপর এসে পৌছলেন গাছের নিকটস্থ জামরার নিকট এবং বাতনে ওয়াদী হতে সাতবার কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন এবং প্রত্যেক বার নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি করলেন। তারপর কুরবানীর মাঠে এসে কুরবানী করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটে সওয়ার হয়ে বাইতুল্লাহ পৌছলেন (তাওয়াফে ইফাযাহ সম্পন্ন করার জন্য) ও মক্কায় যুহরের সালাত আদায় করলেন। মুসলিম সুদীর্ঘভাবে।[2]

English

Jabir bin 'Abdullah (RAA) narrated, ‘The Messenger of Allah (ﷺ) performed Hajj (on the 10th year of Hijrah), and we set out with him (to perform Hajj). When we reached Dhul-Hulaifah, Asma` bint 'Umais gave birth to Muhammad Ibn Abi Bakr. She sent a message to the Prophet (ﷺ) (asking him what she should do). He said, "Take a bath, bandage your private parts and make the intention for Ahram." The Prophet (ﷺ) then prayed in the mosque and then mounted al-Qaswa (his she-camel) and it stood erect with him on its back at al-Baida’ (the place where he started his Ihram). He then started pronouncing the Talbiyuh, saying:

"Labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wan-ni’mata laka wal mulk, la sharika lak (O Allah! I hasten to You. You have no partner. I hasten to You. All praise and grace is Yours and all Sovereignty

too; You have no partner). When we came with him to the House (of Allah), he placed his hands on the Black Stone (Hajar al Aswad) and kis+sed it. He then started to make seven circuits (round the Ka’bah), doing ramal (trotting) in three of them and walking (at his normal pace) four other circuits. Then going to the place of Ibrahim (Maqam Ibrahim), there he prayed two rak'at. He then returned to the Black Stone (Hajar al Aswad) placed his hands on it and kissed it. Then he went out of the gate to Safa, and as he approached it, he recited: “Verily as-Safa and Marwah are among the signs appointed by Allah,"(2:158), adding, “I begin with what Allah began."

He first mounted as-Safa until he saw the House, and facing the Qiblah he declared the Oneness of Allah and glorified Him and said: ‘La ilaha illa-llah wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa 'ala kulli shai’in qadeer, la ilaha illa-llahu wahdahu anjaza wa'dahu, wa nas ara 'abdahu, wa hazamal ahzaba wahdah’ (There is no God but Allah, He is One, and has no partner. His is the dominion, and His is the praise and He has Power over all things. There is no God but Allah alone, Who fulfilled His promise, helped His servant and defeated the confederates alone.") He said these words three times making supplications in between. He then descended and walked towards Marwah, and when his feet touched the bottom of the valley, he ran; and when he began to ascend, he walked (at his normal pace) until he reached Marwah.

There he did as he had done at Safa…. When it was the day of Tarwiyah (8th of Dhul-Hijjah) they went to Mina and put on the Ihram for Hajj and the Messenger of Allah (ﷺ) rode his mount, and there he led the Dhur (noon), ‘Asr (afternoon), Maghrib (sunset), ‘Isha and Fajr (dawn) prayers. He then waited a little until the sun had risen, and commanded that a tent be pitched at Namirah (close to Arafat). The Messenger of Allah (ﷺ), continued on until he came to Arafah and he found that the tent had been pitched for him at Namirah. There he got down until the sun had passed its meridian; he commanded that al-Qaswa’ be brought and saddled for him, then he came to the bottom of the valley, and addressed the people with the well-known sermon Khutbat al-Wada (the Farewell Sermon).

Then the Adhan was pronounced and later on the Iqamah and the Prophet led the Dhuhr (noon) prayer. Then another Iqamah was pronounced and the Prophet led the Asr (afternoon) prayer and he observed no other prayer in between the two. The Messenger of Allah then mounted his camel and came to the place where he was to stay. He made his she-camel, al-Qaswa turn towards the rocky side, with the pedestrian path lying in front of him. He

faced the Qiblah, and stood there until the sun set, and the yellow light diminished somewhat, and the disc of the sun totally disappeared. He pulled the nose string of al-Qaswa’ so forcefully that its head touched the saddle (in order to keep her under perfect control), and pointing with his right hand, advised the people to be moderate (in speed) saying: “O people! Calmness! Calmness!" Whenever he passed over an elevated tract of land, he slightly loosened the nose-string of his camel until she climbed up. This is how he reached al-Muzdalifah.

There he led the Maghrib (sunset) and Isha prayers with one Adhan, and two Iqamas, and did not pray any optional prayers in between them. The Messenger of Allah then lay down until dawn and then offered the Fajr (dawn) prayer with an Adhan and an Iqamah when the morning light was clear. He again mounted al-Qaswa’, and when he came to Al-Mash‘ar Al-Haram (The Sanctuary Landmark, which is a small mountain at al-Muzdalifah) he faced the Qiblah, and supplicated to Allah, Glorified Him, and pronounced His Uniqueness and Oneness, and kept standing until the daylight was very clear. Then he set off quickly before the sun rose, until he came to the bottom of the valley of Muhassir where he urged her (al·Qaswa’) a little. He followed the middle road, which comes out at the greatest Jamarah (one of the three stoning sites called Jamrat-ul ‘Aqabah), he came to Jamarah which is near the tree.

At this he threw seven small pebbles, saying, Allahu Akbar` while throwing each of them in a manner in which small pebbles are thrown (holding them with his fingers) and this he did while at the bottom of the valley. He then went to the Place of sacrifice, and sacrificed sixty-three (camels) with his own hand (he brought 100 camels with him and he asked ’Ali to sacrifice the rest). The Messenger of Allah again rode and came to the House (of Allah), where he performed Tawaf al-Ifada and offered the Dhuhr prayer at Makkah....’ Muslim transmitted this hadith through a very long narration describing the full details of the Hajj of the Prophet

ফুটনোট

[1] আরাফার পার্শ্ববতীর্ণ একটি স্থান। আরাফার কোন স্থান নয়।

[2] মুসলিম ১২১৬, ১২১৮, বুখারী ১৫:১৬, ১৫৬৮, ১৬৫১, ১৭৮৫, তিরমিযী ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৬২, ৮৬৯, নাসায়ী ২৯১, ৪২৯, ৬০৪, আবূ দাউদ ১৭৮৭, ১৭৮৮, ১৭৮৯, ইবনু মাজাহ ২৯১৩, ২৯১৯, ২৯৫১, আহমাদ ১৩৮০৬, ১৩৮২৬, ১৩৮৬৭, মালিক ৮১৬, ৮৩৫, ৮৩৬, দারেমী ১৮৫০, ১৮৯৯।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন বর্ণনাকারীঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=70553

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন